“এবারের রমাদান হোক, জীবনের শ্রেষ্ঠ রমাদান”

শাহরুল কুরআন প্রোগ্রাম

সহিহ্ মহিলা কোর্সের পাঠ পরিকল্পনা

এসাইনমেন্ট : **তাজওয়িদের সংক্ষিপ্ত ১৮টি নিয়ম**

মূল বই : সহীহ তা'লীমুল কুরআন - মাওলানা এ কে এম শাহজাহান
কেন্দ্রীয় প্রধান উস্তায, তা'লীমুল কুরআন ফাউন্ডেশন

বইয়ের পৃষ্ঠা নং : ৮ - ২২

সহীহ
তা'লীমুল কুরআন

কুরআন শরীফ শুদ্ধ করে পড়ার সাধারণ ও সহজ পদ্ধতি

মাওলানা এ কে এম শাহজাহান

কুরআন শরীফ শুদ্ধ করিয়া পড়িবার সহজ পদ্ধতি

১। সংক্ষিপ্ত মাখরাজ ৫টি ঃ

ক) হরফে হ.ালকী ৬টি = ء ه ع ح غ خ

খ) হরফে শাফওয়ী ৪টি = ف و ب م

গ) হরফে ওয়াসতী ১৮টি = ق ك ج ش ي

ض ل ن ر ط د ت ص س ز ظ ذ ث

ঘ) মুখের খালি জায়গা হইতে মদের হরফ পড়া যায়। মদের হরফ ৩টি, জবরের বাম পাশে খালি আলিফ। ـَ পেশের বাম পাশে জয.মওয়ালা ওয়াা---ও ـُ وْ জেরের বাম পাশে জয.মওয়ালা ইয়াা--- ـِ يْ মদের হরফ ১ আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন ঃ بَا–بُوْ–بِى

ঙ) নাকের বাঁশী হইতে গুন্নাহ উচ্চারিত হয়। যেমনঃ اَمَّ، اَنَّ

২। তামীযে. হুরূফ (কতিপয় হরফে পার্থক্য) ঃ

ت — ط ত.- মোটা, তাা চিকন = উচ্চারণ-

ত.- طَا তাা تَا

ه — ح হ.াা, হলকের মধ্যখান হইতে আওয়াজকে চাপাইয়া, হাা হলকের শুরু হইতে সহজ আওয়াজে, উচ্চারণ-হ.াা حَا হাা هَا

ج — ز জী---ম শক্ত এবং মজবুত আওয়াজে, য.াা পাখির মতো চি, চি, আওয়াজে,

উচ্চারণ = جِيْم জী---ম, زَا য.াা।

ص — س — ث স.----দ মোটা, সী---ন চিকন, ছ.াা, নরম, উচ্চারণ, স.----দ صَاد, سِيْن সী---ন ثَا ছ.াা।

ض — ظ — د দ.----দ জিহ্বার গোড়া হইতে মোটা আওয়াজ, জ.- জিহ্বার আগা হইতে মোটা আওয়াজে, দাা---ল জিহ্বার আগা হইতে পাতলা আওয়াজে।

উচ্চারণ = দ.----দ ضَادْ, জ.- ظَا, দাা---ল دَالْ

ظ — ذ জ.-, মোটা, যাা---ল, চিকন, উচ্চারণ = জ.- ظَا, যাা---ল ذَالْ

ق — ك ক.----ফ, মোটা, কাা---ফ, চিকন, উচ্চারণ = ক.----ফ قَافْ , কাা---ফ كَافْ

و — ب — م ওয়াা---ও, দুই ঠোঁট গোল করিয়া, বাা, দুই ঠোঁটের ভিজা জায়গা হইতে, মী---ম দুই ঠোঁটের শুক্না জায়গা হইতে, উচ্চারণ = ওয়াা---ও وَاوْ , বাা بَا , মী---ম مِيْم

বিঃদ্রঃ غ গ.ঈ---ন হ.লকের শেষ হইতে মোটা আওয়াজে। خ খ- হ.লকের শেষ হইতে মোটা আওয়াজে। উচ্চারণ غَيْنْ গ.ঈ---ন خَا খ-।

৩। আলিফ সবসময় খালি থাকে শিক্ষা ঃ আলিফে জরব, জের, পেশ, জয.ম হয় না। আলিফ সবসময় খালি থাকে। ১-১-১-১

আলিফের সুরতে হাময.াহ শিক্ষা ঃ আলিফে যবর, জের, পেশ, জয.ম হইলে ঐ আলিফকে হাময.াহ বলে। اَ-اِ-اُ-اْ

৪। হরকত (স্বরচিহ্ন) শিক্ষা ঃ (ـَ ـِ ـُ) হরকত এক জবর, এক জের, এক পেশকে বলে। হরকতের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করিতে হয়। যেমন ঃ (بَ بِ بُ বা, বু, বি। এর বিপরীত হচ্ছে মদ, মদ টানিয়া পড়িতে হয় بَا–بُوْ–بِى বাা, বূ, বী) যবরের উচ্চারণ আকারের মতো, নিম্নলিখিত ৮টি হরফে আকারের মতো হইবে না। যেমন ঃ

خَ غَ صَ ضَ طَ ظَ قَ رَ

খ. গ. স. দ. ত. জ. ক. র

হরকতের উচ্চারণ হরফের উপর দিয়া ঃ

عَ عِ عُ اَ اِ اُ هَ هِ هُ

عَ عِ عُ حَ حِ حُ

হরকতের মাশ্‌ক লফজের উপর দিয়া ঃ

اَحَدَ اَخَذَ اَمَرَ —

* জেরের উচ্চারণ (ِ) কারের মতো। যেমন ঃ

بِشِرِ – غِسِلِ — مِثِلِ

* পেশের উচ্চারণ (ُ) কারের মতো। যেমন ঃ

لُطُفُ — اُفُقُ — غُلُبُ

৫। তান্‌ভীন (উচ্চারণ যাহা নূনের মত) শিক্ষা ও তান্‌ভীনের মাশ্‌ক. (অনুশীলন) হরফ ও লফজের উপর দিয়া ঃ

ٌ ـٍ ـً তান্‌ভীন দুই জরব, দুই জের, দুই পেশকে বলে। তান্‌ভীনের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করিতে হয় (শুধু হরফের মধ্যে হইলে)। যেমন ঃ

مًا مٍ مٌ — وًا وٍ وٌ — بًا بٍ بٌ —

فًا فٍ فٌ مَثَلاً ثَمَنًا مَرَضًا

* (ـًا ـٍ ـٌ) **রসমে খত ঃ** দুই যবরের সাথে আলিফ পড়া যায় না, আলিফ রসমে খত। দুই জবরের সাথে ইয়াা পড়া যায়না, ইয়াা রসমে খত। রসমে খত ওয়াক্‌ফের হালতে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়।

৬। জয.মের (বদ্ধ অক্ষর) মাশ্‌ক. (অনুশীলন) হরফ ও লফজের উপর দিয়া ঃ জয.ম ওয়ালা হরফ তাহার ডান দিকের হরকতের সহিত মিলাইয়া একবার পড়া যায়। জয.মের আওয়াজ কাটা হইয়া নিচের দিকে যায়। (আরবী ২৩টি হরফের মাঝে) ৫টি হরফে বিপরীত হয়। ঐ ৫টি হরফকে ক.লক.লার হরফ বলে। (বদ্ধ অক্ষরের উচ্চারণ : আত্‌, ইত্‌, উত্‌)

اَتْ اِتْ اُتْ، اَثْ اِثْ اُثْ، اَحْ اِحْ اُحْ،

اَخْ اِخْ اُخْ، اَكْرَمَ، اِهْدِ، بَعْدُ، خَلْقًا

৭। ক.লক.লার হরফ শিক্ষা এবং মাশ্‌ক. হরফ ও লফজের উপর দিয়া ঃ

ক.লক.লার হরফ পাঁচটি = ق ط ب ج د

এই ৫টি হরফে জয.ম হইলে ক.লক.লা করিয়া পড়িতে হয়, ক.লক.লার আওয়াজ লাফাইয়া উপরের দিকে যায়। শুনিতে জবরের মতো শুনায়। যেমন ঃ

اَقْ اِقْ اُقْ - اَطْ اِطْ اُطْ - اَبْ اِبْ اُبْ - اَجْ اِجْ اُجْ - اَدْ اِدْ اُدْ -

نَقْعًا . اِقْرَاْ . اُقْسِمُ . بَطْشًا .

* এর মতানৈক্য বিষয়গুলো এই লিখকের বড় বইয়ের ১২৩নং পৃষ্ঠায় দেখুন

৮। তাশদীদের (যুগ্ম ধ্বনি) মাশ্‌ক হরফ ও লফজের উপর দিয়া ঃ তাশদীদওয়ালা হরফ দুইবার পড়া যায়। তাহার ডান দিকের হরকতের সহিত মিলাইয়া একবার, নিজ হরকতের সহিত একবার। তাশদীদের আওয়াজ শক্ত এবং ঘেষাণো। আরবী ২৬টি হরফের ২টি হরফ ব্যতিক্রম। م এবং ن যেমন ঃ আব্বা (যুগ্ম ধ্বনি)

اَبَّ اَبِّ اَبُّ اِبَّ اِبِّ اِبُّ اُبَّ اُبِّ اُبُّ

بُرِّزَ حُصِّلَ صَدَّقَ.

৯। ওয়াজিব গুন্নাহ্ শিক্ষা এবং ওয়াজিব গুন্নাহ্‌র মাশ্‌ক. হরফ ও লফজের উপর দিয়া ঃ

ـَ ـِ ـُ مّ نّ হরকতের বাম পাশে মীমে বা নূনে তাশদীদ হইলে উহাকে ওয়াজিব গুন্নাহ বলে। যেমন ঃ

اَمَّ اَمِّ اَمُّ - اِمَّ اِمِّ اِمُّ - اُمَّ اُمِّ اُمُّ - اَنَّ اَنِّ اَنُّ - اِنَّ اِنِّ اِنُّ -

اُنَّ اُنِّ اُنُّ - اَمَّنْ اُمَّةٌ ثُمَّ جَهَنَّمُ مُطْمَئِنَّةٌ.

১০। সংক্ষিপ্ত মদ শিক্ষা ঃ টানিয়া বা দীর্ঘ করিয়া পড়িবার নাম মদ। মদ যথাক্রমে এক আলিফ, তিন আলিফ ও চার আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়।

(ক) এক আলিফের পরিমাণ ঃ দুইটি হরকত পড়িতে যতোটুকু সময় লাগে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে ততটুকু সময় লাগে। যেমন :

بَ+بَ = بَا، بُ+بُ = بُوْ، بِ+بِ = بِيْ

মদ শিক্ষার জন্য দুই রকমের হরফের প্রয়োজন। যথা : মদের হরফ ও লীনের হরফ। মদের হরফ তিনটি। যবরের বামপাশে খালি আলিফ ا= , পেশের বামপাশে জয.ম ওয়ালা ওয়াা---ও وُ= , যেরের বামপাশে জয.মওয়ালা ইয়াা ىِ= , মদের হরফ এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন : بَا بُوْ بِيْ।

(খ) লীনের (নরম/সহজ) হরফ দুইটি ঃ জবরের বামপাশে জয.মওয়ালা ওয়াা---ও وَ= জবরের বাম পাশে জয.মওয়ালা ইয়াা ىَ=, লীনের হরফ তাড়াতাড়ি পড়িতে হয়। যেমন : بَوْ بَيْ

যে কয়টি মদ এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয় :

* এক আলিফ টানিয়া পড়িবার চিহ্ন ৪টি :

(১) মদের হরফ এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। (২) খাড়া জবর খাড়া যের উল্টা পেশ এক আলিফ টানিয়া

পড়িতে হয়। (৩) রসমে খত ওয়াকফের হালতে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। (৪) লীনের হরফ ওয়াকফের হালতে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়।

(১) মদের হরফ : ـَا ـُوْ ـِيْ জবরের বাম পাশে খালি আলিফ, পেশের বাম পাশে জয.মওয়ালা ওয়াও, যেরের বাম পাশে জয.ম ওয়ালা ইয়া হইলে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন : بَا – بُوْ – بِيْ – تَا – تُوْ – تِيْ , বা এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়, বূ এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়, বী এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয় = বা, বূ, বী।

(২) ـٰ ـٓ ـٱ খাড়া জবর, খাড়া যের, উল্টা পেশ হইলে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন : اٰمَنَ بِهٖ لَهٗ

(৩) ـًا ـٍا ـٌا রসমে খত : দুই জবরের সাথে আলিফ পড়া যায় না, আলিফ রসমে খত। রসমে খত ওয়াক্‌ফের হালতে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন : اَفْوَاجًا ۝ تَوَّابًا ۝ هُدًى ۝

মাওলানা এ কে এম শাহজাহান

* ـَىْ ـَوْ ـَوْ লীনের হরফের বাম পাশে ওয়াক্‌ফের হালতে সাকিন হইলে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন : نَوْمٌ ○ بَيْتٌ ○ خَوْفٌ ○

* যে কয়টি মদ তিন আলিফ টানিয়া পড়িতে হয় :

তিন আলিফ টানিয়া পড়িবার চিহ্ন দুইটি। (এক) মদের হরফ ওয়াক্‌ফের হালতে তিন আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। (দুই) মদের হরফের উপরের চিহ্নটি চিকন হইলে তিন আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়।

(ক) ـَا ـُو ـِي ـَوْ ـَيْ মদের হরফের বাম পাশে ওয়াক্‌ফের হালতে সাকিন হইলে তিন আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন ঃ

رَحِيْمٌ ○ تَعْلَمُوْنَ ○ حِسَابٌ ○

(খ) ـَا ـُو ـِي ـَيْ মদের হরফের উপরের চিহ্নটি (ـٓ) চিকন হইলে তিন আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন ঃ

لَآ اَعْبُدُ وَمَآ اُنْزِلَ

চার আলিফ টানিয়া পড়িবার চিহ্ন একটি

(ক) ـَا ـُوْ ـِيْ ـَا মদের হরফের উপরের চিহ্নটি (ـَا) মোটা হইলে ৪ আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন ঃ شَاءَ—

اَتُحَاجُّوْنِّىْ— اَلْئٰنَ الٰمّٓ —الٓرٰ—طٰسٓمّٓ— حٰمٓ عٓسٓقٓ

* কুরআন শরীফে তিন প্রকারের গুন্নাহ্ আছে। (এক) ওয়াজিব গুন্নাহ। (দুই) নূনে সাকিন ও তানভীনের গুন্নাহ (তিন) মীমে সাকিনের গুন্নাহ।

১১। সংক্ষিপ্ত নূনে সাকিন ও তানভীনের গুন্নাহ শিক্ষা ঃ

(نْ ـً ـٍ ـٌ) জয.মওয়ালা নূনকে নূনে সাকিন বলে, দুই যবর, দুই জের, দুই পেশকে, তানভীন বলে, নূনে সাকিন তানভীন (উচ্চারণে) এক রকম। যেমন ঃ

بُنْ = بٌ - بِنْ = بٍ - بَنْ = بًا

(ক) نْ ـً ـٍ ـٌ - নূনে সাকিন ও তানভীনের পরে "বা" ب হরফ আসিলে তখন নূনে সাকিন ও তানভীনকে মীম দ্বারা বদল করিয়া গুন্নাহর

সহিত পড়িতে হয়। যেমন ঃ

مِنْ ۢ بَعْدِ، سَمِيْعٌ م بَصِيْرٌ ○

(খ) نْ ـً ـٍ ـٌ নূনে সাকিন ও তানভীনের পরে ء ه ع ح غ خ ل ر এই আট হরফের কোনো ১টি হরফ না আসিলে তখন নূনে সাকিন ও তানভীনকে গুন্নাহ্‌র সহিত পড়িতে হয়। গুন্নাহটা (˜) চন্দ্রবিন্দুর মতো। যেমন ঃ মাঁইইফ্‌'আল্‌

مَنْ يَّفْعَلْ – قَوْمٌ يَّعْلَمُوْنْ –

قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ – مِنْ ثَمَرَةٍ –

প্রকাশ থাকে যে, নূনে সাকিন ও তানভীনের পরে যে ৮ হরফ না আসিলে গুন্নাহ করিয়া পড়িতে হয়, ঐ নূনে সাকিন তানভীনের পরে তাশদীদ না থাকিলে তখন গুন্নাহটি বাংলা অনুস্বরের মতো করিতে হয়। যেমন ঃ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ مِنْ ثَمَرَةٍ মিং ছ.মারাতিন, ক.ওমাং তাজহালুন।

(গ) نْ ـً ـٍ ـٌ নূনে সাকিন ও তানভীনের পরে ঐ ৮টি হরফের কোনো হরফ আসিলে তখন নূনে সাকিন ও তানভীনকে গুন্নাহ ব্যতীত

পরিস্কার করিয়া পড়িতে হয়। যেমন ঃ

عَذَابٌ عَظِيْمٌ — مِنْ اَجَلٍ — مِنْ رَّحْمَةٍ —

১২। সংক্ষিপ্ত মীমে সাকিনের গুন্নাহ শিক্ষা ঃ

"مْ" জয.মওয়ালা মীমকে, মী মে সাকিন বলে।

(ল) মীমে সাকিনের পরে م অথবা ب হরফ আসিলে তখন মীমে সাকিনকে গুন্নাহ করিয়া পড়িতে হয়। যেমন ঃ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ — وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ

(খ) "مْ" মীমে সাকিনের পরে (ب . م) মীম এবং বা ব্যতীত বাকী ২৬ হরফের কোনো হরফ আসিলে, বিশেষ করিয়া (و এবং ف) ওয়াও এবং ফা আসিলে, তখন মীমে সাকিনকে খাছ করিয়া গুন্নাহ ব্যতীত পরিষ্কার করিয়া পড়িতে হয়। যেমন ঃ

عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّآلِّيْنَ — كَيْدَ هُمْ فِىْ تَضْلِيْلٍ

১৩। লফজ আল্লাহর লামকে মোটা ও চিকন করিয়া পড়িবার নিয়ম ঃ

(ক) ـَـُـ الله লফজ আল্লহর ডান দিকে জবর অথবা পেশ হইলে, লফজ আল্লাহর লামকে

মোটা করিয়া পড়িতে হয়। যেমন ঃ

هُوَ اللّٰهُ، رَسُوْلُ اللّٰهِ.

(খ) اللّٰهِ ـِ লফজ আল্লাহর ডানদিকে জের হইলে, লফজ আল্লাহর লামকে চিকন করিয়া পড়িতে হয়। যেমন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ . لِلّٰهِ

১৪। ر র হরফকে মোটা ও চিকন করিয়া পড়িবার নিয়ম ঃ

(ক) رَ — رُ — رْ ـُ رْ ـَ র-র উপর যবর, র-র উপর পেশ, র-সাকিন ডান দিকে যবর, র-সাকিন ডানদিকে পেশ হইলে ঐ র-কে মোটা করিয়া পড়িতে হয়। যেমন ঃ

يَرْجِعُوْنَ — تُرْجَعُوْنَ — رُسُلٌ — رَسُوْلٌ

(খ) رِ — رْ ـِ র-র নিচে জের, র- সাকিন ডান দিকে জের হইলে ঐ র-কে চিকন করিয়া পড়িতে হয়। যেমন ঃ

رِزْقًا فِرْعَوْنُ

(গ) হরফে মুস্তালিয়া সাতটি : خُصَّ ضَغْطٍ قِظْ

র-সাকিন তার ডানদিকে জের এবং পরের হরফ মুস্তালিয়া হরফ হইলে ঐ র-কে মোটা করিয়া পড়িতে হয়। যেমন ঃ فِرْقَةٌ – مِرْصَادٌ

র মোটা চিকনের বাকি নিয়ম আমপারায় শিখানো হবে

১৫। নূনে কু.ত.নী শিক্ষা ঃ

نْ ـٌـ ـٍـ ـً কুরআন শরীফের মাঝে মাঝে দুই লফজের মাঝখানে ছোট একটি নূন থাকে, উভয় লফজকে মিলাইয়া পড়িবার সময় ঐ নূন পড়া যায়, উহাকে নূনে কু.ত.নী বলে। ওয়াক্‌ফের সময় ঐ নূন পড়া যায় না। যেমন ঃ جَمِيْعًا ۨ الَّذِىْ لُمَزَةِۨ الَّذِىْ

১৬। ছাক্‌তা শিক্ষা ঃ

নিঃশ্বাসকে ভিতরে রাখিয়া আওয়াজকে এক আলিফ পরিমাণ বন্ধ করিয়া পড়িবার নাম ছাক্‌তা। যথা ঃ

وَقِيْلَ مَنْ سكته رَاقٍ ○

১৭। ওয়াক্‌.ফ শিক্ষা :

নি:শ্বাস ও আওয়াজকে শেষ করিয়া পড়িবার নাম ওয়াক্‌.ফ। ○ ওয়াক্‌.ফ চিহ্নকে দ্বায়রা বলে, দ্বায়রার উপর ۝ মীম থাকিলে, দ্বায়রা ব্যতীত مـ মীম

থাকিলে, ওয়াক্.ফ করিতেই হইবে, উহাকে ওয়াক্.ফে লাযি.ম বলে।

لا	○ۖ ق ۖ قف صلے ص ز ج ط	ۥ م	○

ত.-, জীম, য.া, স.----দ, স.লে, কি.ফ, ক.----ফ, দ্বায়রার উপর লামআলিফ থাকিলে, শুধু দ্বায়রা থাকিলে ওয়াক্.ফ করা না করা উভয়টি চলে। শুধু লাম আলিফ থাকিলে ওয়াক্.ফ করা নিষেধ।

১৮। দ.মিরে ضمير / اَنَا পড়িবার নিয়ম ঃ

○○ আনা টানা মানা। কিন্তু চার জায়গায় টানিতে হইবে। যথা ঃ

(১) أَنَابَ সূরা লোকমানের ১৫ নং আয়াত।

(২) أَنَابُوْا সূরা যুমারের ১৭ নং আয়াত।

(৩) اَنَامِلَ সূরা আলে ইমরানের ১১৯ নং আয়াত।

(৪) أَنَاسِيَّ সূরা ফুরকানের ৪৯ নং আয়াত।

বি:দ্র: এই শব্দগুলি একাধিক স্থানে আসিতে পারে এবং উপরোক্ত শব্দগুলি দ.মীরে আনা নয়।